দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 MAR ২০০০
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগের দাবীতে শেকৃবি উত্তপ্ত

ভিসির বাসভবন ও প্রক্টরের অফিস ভাঙচুর
অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা

শেকৃবি সংবাদদাতা

সেশনজটে জর্জরিত শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) আবারও ভিসি ড. শাহ্-ই-আলম ও প্রক্টর মোঃ সেকেন্দার আলীর পদত্যাগের দাবীতে ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল এবং ভিসির বাসভবন ভাঙচুর করেছে। গতকাল লীগপন্থী নজরুলের নেতৃত্বে কর্মচারীরা ক্যাম্পাসে সভা করার জন্য অনুমতি চাইলে অনুমতি না দিয়ে বিএনপিপন্থী আব্দুল হাইয়ের নেতৃত্বে কর্মচারীদের অনুমতি দেয়ায় দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। ছাত্রলীগ নেতা অভি-টুয়েল-সাইফুল বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ভিসি ও প্রক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সমাধানের জন্য তারা কোন কর্ণপাত করেনি। এছাড়া ছাত্রলীগ নেতারা জোট সরকারের আমলে অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া এবং চাকরিতে নিয়োগের বয়সসীমা পার হওয়ার পরও নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিষয়গুলোর সুষ্ঠু তদন্ত আহ্বান করার পরও তদন্ত না করা, সিন্ডিকেটে ভিসির পছন্দমতো ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান, খামার বিভাগে নিয়োগ কমিটিতে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক শিক্ষকদের নিয়োগ দান এবং ভিসি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর বিএনপির সমর্থক পরিচয় দিয়ে এখন লীগ সমর্থক বলে নিজেকে দাবী করা। এসব ব্যাপার গতকালের কর্মচারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনার সাথে যোগ হয়ে ছাত্রদের আন্দোলনকে আরো বেগবান করে। ছাত্রলীগের আহ্বানে ছাত্ররা ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগের দাবীতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং বিক্ষোভের এক পর্যায়ে ছাত্ররা ভিসির বাসভবন ও প্রক্টর অফিস ভাঙচুর করে। ছাত্রলীগের নেতারা বলেন, ভিসি প্রতিশ্রুতি দিয়েও শিক্ষার্থীদের মৌলিক দাবীগুলো ছয় মাসের মধ্যে পূরণ করতে পারেননি; বরং নিজের পছন্দমতো বিএনপি-জামায়াতপন্থী ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়ে গ্রুপিং সৃষ্টি করে ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করছেন। ভিসি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে চালানোর মতো যোগ্যতা তার মধ্যে নেই। তাই আমরা তার পদত্যাগের দাবীতে নেমেছি। তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ব্যাপারে বলেন, এমনিতেই আমরা সেশনজটের মধ্যে আছি তার মধ্যে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত সেশনজটকে আরো বৃদ্ধি করা ছাড়া কমাবে না। তাই সার্বিক পরিস্থিতির সমস্যা সমাধানে সরকারের সুদৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে আসা ছাড়া তারা আর কোন উপায় দেখছেন না বলে জানান।